Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)

বিশ শতকীয় বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তুলসী লাহিড়ী স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। চারের দশকের শুরুতে গণনাট্য আন্দোলনের গর্ভেই তুলসী লাহিড়ী নিজের স্থান নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য, এর পূর্বেই তিনি নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে দেশভাগ এবং স্বাধীনতা লাভ বাঙালী জীবনকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের নানান ঘটনার অভিক্ষেপে বাঙালী জীবন-সমাজ ও সাহিত্য আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছিল। বিশেষভাবে বাঙালী জীবনে বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা, আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকার প্রকাশ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবলী আমাদের পূর্বতন জীবনের ধারাকে আলোড়িত করেছিল, কখনো কখনো পুরোন ধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল সময়ের এই অভিঘাতে। বাংলা নাটকের ধারায় এই সময় নানান পরিবর্তন নিয়ে হাজির হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, যারা পূর্বতন বাংলা নাট্যধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন অন্য খাতে। পূর্বতন উনিশ শতকীয় পঞ্চমাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একনায়কত্বের ধারা বদলে গিয়েছিল গণননাট্যের শিল্পরীতিতে। এই সময়ে যারা বাংলা নাটককে নতুন পথে চালিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বঙ্গদেশের মন্বন্তর বাঙালী জীবনকে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল তার রূপকার তুলসী লাহিড়ী। মানুষকে মানুষরূপে দেখবার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা থেকেই তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' বা 'দুঃখীর ইমান'-নির্মিত হয়েছে। গণনাট্যের সান্নিধ্যে তিনি শুভচেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী ছিলেন। মানবতাবাদী দরদী শিল্পী তুলসী লাহিড়ী যুগব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে নিজ সৃষ্টির আলোকবর্তিকা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন আত্মিকভাবে। সমকালীন বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত তুলসী লাহিড়ীও বাংলা নাটকের ইতিহাসে, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল (২৩ চৈত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) তারিখে অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার নলডাঙার জমিদার বংশে তুলসী লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও মা শৈলবালা দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান তুলসী লাহিড়ী। পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন হেমেন্দ্রচন্দ্র। তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা শুরু হয়েছিল রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে। বিদ্যালয় জীবন থেকে তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ আদর্শে চালিত স্কুল কর্তৃপক্ষ হেমেন্দ্রচন্দ্রকে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তিনি যাতে অন্য কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করেন। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয় কোচবিহার রাজস্কুলে। ১৯১৪ সালে কোচবিহার রাজস্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আই.এস. ক্লাসে ভর্তি হন। এরপর কোচবিহার রাজ কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার কারণে তার বি.এ. পড়া সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি ১৯২০ সালে কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন আইন বিভাগে। চার বছর পর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পাশ করেন।

তুলসী লাহিড়ীর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল আইন ব্যবসা দিয়ে কিন্তু আইন ব্যবসায় তিনি সফল হতে পারেন নি। আইন ব্যবসা ছেড়ে গ্রামাফোন কোম্পানীর সংগীত পরিচালকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সংগীত পরিচালক থেকে গীতিকার ও সুরকার হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে এইচ.এম.ভি থেকে তাঁর লেখা দু'টি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তিনি আর্ট থিয়েটারে থাকাকালীন সময়ে প্রথম যে নাটকে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সেই নাটকের নাম 'স্বয়ংবরা' (১৯৩১)। ১৯৩২ সালে তিনি রচনা করেন প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের কাহিনী 'যমুনা পুলিনে'। ১৯৩৯ সালে তিনি নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। নির্বাক চলচ্চিত্রটির নাম ছিল 'Hush!' (চুপ)। তিনি গণনাট্যে যোগদান করেন এই সময়ে কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ নাগাদ তিনি গণনাট্য ত্যাগ করে বহুরূপীতে চলে আসেন। ইতিপূর্বে তিনি রচনা করেছেন 'মায়ের দাবী' (১৯৪১)। এটি তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রথম নিদর্শন। এরপর তাঁর কালজয়ী 'দুঃখীর ইমান' রচিত হয়েছিল ১৯৪২-৪৩ সালে। 'দুঃখীর ইমান'ই তুলসী লাহিড়ীকে সব থেকে জনপ্রিয়তা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দুঃখীর ইমান' ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৬ শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৯৪৭ সালে 'দুঃখীর ইমান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে তাঁর 'পথিক' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বহুরূপী থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি বহুরূপী ত্যাগ করেন, প্রথমে 'আনন্দম্' ও পরে 'রূপকার' নাট্যদল গড়ে তোলেন। তাঁর সর্বশেষ নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। চরম অসুস্থ অবস্থায় ১৯৫৬ সালে এই নাটকে অভিনয় করেন, এটাই তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিনয়। এই বছরই অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি 'বহুরূপী'র সর্বশেষ অভিনয়। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি তিনি একাধিক একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। নাটককার, নাট্যকার, নাট্য নিরদেশক, সঙ্গীতশিল্পী–সমস্ত দিক থেকে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে একজন সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে কালের গর্ভে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তুলসী লাহিড়ী। বাংলা নাট্য সাহিত্যে অবদান চিরস্মরনীয়।

তুলসী লাহিড়ীর উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হলো– 'মায়ের দাবী' (১৯৪১), 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), 'এই যুগ', 'পথিক' (১৯৪৯), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫২), 'বাংলার মাটি' (১৯৫৪), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯), 'ঝড়ের মিলন' (১৯৬০), 'চাষী', 'ভিত্তি', 'পরীক্ষা' ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য একাঙ্কগুলি হলো– 'একাঙ্ক', 'নববর্ষ', 'নায়ক', 'গ্রীনরুম', 'ওলট-পালট', 'মণিকাঞ্চন', 'চৌর্যানন্দ', 'দেবী' ইত্যাদি। তাঁর রচিত সমস্ত একাঙ্কগুলি দু'টি একাঙ্ক সংকলনে প্রকাশিত– 'নাট্যকার' (১৯৫৬), 'শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক' (১৯৬১)। এছাড়াও 'নাট্যকারের ধর্ম' (১৯৬০) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন রয়েছে।

বিশশতকের চারের দশকের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী নাটক রচনা, অভিনয় এবং নাট্য নির্দেশনার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গননাট্যের প্রাদপ্রদীপে আলোয় তিনি নিজেকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন আপন মহিমায়। যদিও গণনাট্যে যোগদানের পূর্বেই তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়েছিলো। ছোটখাটো সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে বলা যায় 'মায়ের দাবী' (১৯৪১) তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকার সম্পর্কিত মহৎ একটি অনুভবকে এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নারীব্যক্তিত্বের প্রতি সমাজ দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্মূল্যায়নও এই নাটকে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার', 'এই যুগ' ও 'ভিত্তি'– এই চারটি নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মন্বন্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। 'দুঃখীর ইমান' তুলসী লাহিড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কৃষক জীবনের ছবিকে পরিস্ফুট করেছে হিন্দু-মুসলমান চরিত্রগুলি। এই নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন, "ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত অবজ্ঞাতদের দল যারা ধনলোভী, লোভের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল, তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি।" নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী নিরন্ন মানুষের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মুক্ত সংগ্রামী জীবনযাপনের ছবিকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। কোনো বাবু শ্রেণীর চরিত্র নয়, কৃষক ধর্মদাস নায়কত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুঃখী কৃষক সম্প্রদায়ের ইমান বা মর্যাদা রক্ষাই এই নাটকের কেন্দ্রীভূত বিষয়রূপে গুরুত্ব লাভ করেছে। এই নাটকেই প্রথম রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ বরেন্দ্রী

উপভাষাকে বিশেষভাবে প্রযুক্ত করা হয়েছে।

'ছেঁড়া তার' বাংলাদেশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়ে নিরন্ন মানুষের বেদনা, ধর্মের নামে কায়েমী স্বার্থের হীন চক্রান্ত এবং একই সঙ্গে চিরজীবী মানব-মহিমার অপরাজেয় মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে। সরল কৃষক দম্পতি রহিম ও ফুলজানের বিয়োগান্ত পরিণতি নাটকটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। অসচ্ছলতার অভিশাপে রহিম ক্রোধের মুহূর্তে তালাক দিয়ে দেয় স্ত্রী ফুলজানকে, স্বামী রহিম ও পুত্র বসিরের থেকে বিচ্ছিন্না হয়ে ফুলজানের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নাটকে প্রতিনায়ক হাকিমুদ্দির উপস্থিতি নাট্যদ্বন্দ্বকে আরো তরান্বিত করে; রহিমের আত্মহত্যার ট্র্যাজিক পরিনামে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। 'দুঃখীর ইমান'-এর মতো এই নাটকেও নাট্যকার রংপুর অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রগুলিকে জীবন্তরূপ দান করেছেন। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০ সালে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বহুরূপী' নাট্যদল 'নিউ এম্পায়ার' মঞ্চে প্রথম 'ছেঁড়া তার' নাটকটি অভিনয় করেছিল।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর অন্যতম নাটক 'পথিক'। ১৯৪৯ সালে 'বহুরূপী'র প্রযোজনায় এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছিলো। কয়লাখনি অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবন, জীবনের সংকীর্নতা ও সংগ্রামের দিকটি এই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিক অসীম আস্তে আস্তে কয়লাখনির শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জড়িয়ে যায়; কয়লাখনির মালিক নিকুঞ্জ এবং ম্যানেজার সুদর্শন ডাকাত সিংড়া সিং এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অসীমকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুদর্শনের গুলিতে অসীম আহত হয় কিন্তু সিংড়া সিং এর গুলিতে মারা যায় সুদর্শন। অসীমের সংগ্রামী মানসিকতার জয়গানেই নাটকের পরিসমাপ্তি। অনেকে মনে করেন, আমেরিকান নাট্যকার রবার্ট এমেট শেরউডের নাটক 'The Petrefied West' (১৯৩৫) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তুলসী লাহিড়ী 'পথিক' নাটক লিখেছেন।

'বাংলার মাটি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। 'এই যুগ' নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে একদিকে পুরানো আভিজাত্যের অবক্ষয় ও অপরদিকে হঠাৎ বড়লোক বণিকের মূল্যবোধহীনতা তুলে ধরা হয়েছে। 'ভিত্তি' নাটকের ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গের পার্বত্য শহর কালিম্পং। ব্যক্তি মানুষের স্বার্থপরতা ও নীচতা এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার মানবিক মূল্যবোধের জয়গান গেয়েছেন। 'চাষী' নাটক রচিত হয়েছিলো বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের উৎসাহে ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটকের একদিকে ভূমিহীন ও ভাগচাষী মানুষের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ট্র্যাজিক কাহিনী স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে চাষীকে কৃষকে পরিণত করবার জমিদারি চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ত্রিদিব রায়, মহাজন রক্ষিত, রাজীব রায় প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার বেশ সফল হয়েছেন। 'ঝড়ের মিলন' নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভোগবাসনাকে অবলম্বন করে রচিত। 'পরীক্ষা' নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন, বিপথগামিতায় বৃত থেকেও সুস্থ জীবনদৃষ্টির অধিকারী মানুষ কীভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। নাটকের নায়ক প্রিয়ব্রত এই জীবনদৃষ্টিকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছে। তুলসী লাহিড়ীর জীবৎকালের শেষ প্রকাশিত নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারে' নাট্যকার একটি একান্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এইভাবেই পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে তুলসী লাহিড়ী মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্দিপীত হওয়ার শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে। এই জীবনবোধই তার নাটক সমূহে প্রকাশ পেয়েছে বারংবার।

তুলসী লাহিড়ী তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে জীবনের ক্ষয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন এবং সমাজের নানা অসংগতির চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'নাট্যকার' একাঙ্ক নাটকে নাট্যকার সমাজের উপরতলার মানুষের লোভ-লালসা কীভাবে সমাজিক ছন্দকে নষ্ট করে তা-ই দেখিয়েছেন সাবলীলভাবে। 'নববর্ষ' একাঙ্কে সমাজে প্রচলিত বিধি বিধানের চাপে নারীমন কীভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় সেই অবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'মণিকাঞ্চন' একাঙ্কে বাহ্যাড়ম্বর সর্বস্ব নেতাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এখানে ভোটসর্বস্ব রাজনীতি ও সাধারণ মানুষের বঞ্চনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এক অভিনেত্রী জীবনের কথা উচ্চারিত হয়েছে 'গ্রীণরুম' একাঙ্কিকাতে। তুলসী লাহিড়ীর 'চৌর্যানন্দ' নাটকে চোর ও মালিকের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে। নাট্যকারের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় একাঙ্ক 'দেবী'। শুখনি

নামের নষ্ট মেয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে নিতাই ও মি.ভোসের কাছে কীভাবে দেবীতে উত্তীর্ন হলো– তাই এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। 'বেহায়া নষ্ট বিটি ছেইলা' কীভাবে দু'টো টাকার জন্য নিজেকে মৃত্যু সুখে পতিত করেছে, শাশুড়ি ও নিজের ছেলেদের জন্য দু'টাকার ভাগা কিনবার অভিপ্রায় বাঘের ভয় উপেক্ষা করে গভীর রাতে মি. ভোসের কাছে আসতে চেয়েছে, পথে বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করেছে– সেই মর্মন্তুদ কাহিনী 'দেবী' নাটকে স্থান পেয়েছে। নাটকের শেষে 'নষ্ট বিটি ছেইলা' দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে, মি. ভোস, গোবর্ধন ও নিতাই এর দেবী দর্শন হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে তুলসী লাহিড়ী জীবন নাট্যের রূপকার। পূর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক নাটক-উভয় প্রকরণের মধ্যে তিনি পরিশীলিত জীবনের জয়গান ও মানবিক মূলবোধকে আহ্বান করেছেন– এখানেই তিনি তুলনারহিত।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

ক. প্রতিটির মান - ১০ নম্বর।

১. বাংলা নাটকের ধারায় তুলসী লাহিড়ীর অবদান আলোচনা করো।

খ. প্রতিটির মান - ৫ নম্বর।

১. তুলসী লাহিড়ীর পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

গ. প্রতিটির মান – ২ নম্বর।

১. তুলসী লাহিড়ীর প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকটি নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

২. 'ছেঁড়া তার' কবে, কোথায়, কোন নাট্যগোষ্ঠী প্রথম অভিনয় করেছিলো ?

৩. রংপুর অঞ্চলের ভাষা তুলসী লাহিড়ীর কোন কোন নাটকে দেখতে পাওয়া যায় ?